DAS
DEVELOPMENT ACTIVITIES OF SOCIETY

তামাকমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে পরিচালিত

২য় ত্রৈমাসিক মনিটরিং সার্ভে প্রতিবেদন ২০২৬

(জুন ২০২৬ - আগস্ট ২০২৬)



প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৬

প্রকাশনা ও জরিপ সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী

বিষয়	তথ্য
রিপোর্টের ধরন	২য় ত্রৈমাসিক মনিটরিং রিপোর্ট
রিপোর্টিং সময়কাল	জুন ২০২৬ - আগস্ট ২০২৬
রিপোর্ট প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর ২০২৬
ডেটা সোর্স	গুগোল ফর্ম
মনিটর/পর্যবেক্ষক	মোঃ আবুল কালাম আজাদ মুকুল, সহযোগী কর্মসূচী সমন্বয়কারী, ডাস্- টিসিপি। মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু, কর্মসূচি সমন্বয়কারী, ডাস্- টিসিপি।
গবেষণা ও রিপোর্ট প্রস্তুত	কাজী মোহাম্মাদ হাসিবুল হক, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট লিড, ডাস্- টিসিপি।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়	আমিনুল ইসলাম (বকুল), প্রজেক্ট লিড, ডাস্- টিসিপি।
ভৌগোলিক ফোকাস	ঢাকা (মহাখালী, গাবতলী, সদরঘাট) ও মানিকগঞ্জ (আরিচা)

প্রকাশক: ডেভলপমেন্ট একটিভিটিস অব সোসাইটি (DAS) তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প | Vaital Stratigies-এর সহযোগিতায়

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ১

১. ভূমিকা ১

২. উদ্দেশ্য ২

৩. পদ্ধতি ২

৩.১ পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ২

৩.২ তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ ৩

৪. জরিপের সামগ্রিক চিত্র ও পরিসংখ্যান ৩

৫. ক্যাটাগরি-ভিত্তিক ফলাফল ৪

৫.১ বাস টার্মিনাল ৫

৫.২ বাস - ১৮ পর্যবেক্ষণ ৮

৫.৩ লঞ্চ ঘাট - দুটি পর্যবেক্ষণ ১০

৫.৪ লঞ্চ - পর্যবেক্ষণ ১২

৫.৫ ফেরী ঘাট – পর্যবেক্ষণ ১৩

৫.৬ ফেরী – পর্যবেক্ষণ ১৪

৬. তুলনামূলক সারাংশ ১৬

৭. সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ১৭

৮. সুপারিশসমূহ ১৮

৯. উপসংহার ১৮

২৭ পর্যবেক্ষণের মোট সংখ্যা	৬৬.৭% বাস পর্যবেক্ষণ	১.৭২/১০ গণপরিবহন স্কোর (বাস)

সারসংক্ষেপ

ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি (DAS)-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মাঠপর্যায়ের চিত্র মূল্যায়নের জন্য একটি পর্যবেক্ষণভিত্তিক মনিটরিং সার্ভে পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান মনিটরিং প্রতিবেদনে মোট ২৭টি পর্যবেক্ষণ রেকর্ড বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৬.৭% বাসের ওপর পরিচালিত পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ও মাঠপর্যায়ের তথ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এক ব্যাপক ব্যবধান ও কাঠামোগত দুর্বলতা ফুটে উঠেছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য দেখা যে; বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট, ফেরিঘাট ও ফেরিতে 'নো-স্মোকিং' সাইন প্রায় সর্বত্র উপস্থিত থাকলেও বাস্তবে ধূমপান, সিগারেটের বাট বা ধোঁয়া এবং তামাকজাত পণ্যের উন্মুক্ত বিক্রি ও বিজ্ঞাপন উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে বাসে সর্বনিম্ন কমপ্লায়েন্স রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে ১৮টি বাসের মধ্যে ১৭টি সিটি বাসে বা ৯৪.৪% বাসে কোনো ধরনের 'নো-স্মোকিং' সাইন নেই এবং সামগ্রীকভাবে বাসে গড় কমপ্লায়েন্স স্কোর মাত্র ১.৭২/১০।

অন্যদিকে, বাস টার্মিনালগুলোতে উচ্চ অননুগত্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সমস্ত বাস টার্মিনালে সাইনেজ ও জরিমানার তথ্য দৃশ্যমান থাকা সত্ত্বেও ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের প্রতিটি পর্যবেক্ষণে ৩০ থেকে ৫০ জনের অধিক ধূমপায়ী দেখা গেছে এবং শতভাগ কেসেই টার্মিনালের ভেতরে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি দেখা গিয়েছে।

আইন প্রয়োগ বা এনফোর্সমেন্টের চিত্র অত্যন্ত দুর্বল। বাসের ক্ষেত্রে যাত্রীদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ দেখা যায়নি এবং কোনো মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়নি। এছাড়া বাস টার্মিনালে কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি মাত্র ২৫% এবং ধূমপান বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের হার ৫০% কেসে রেকর্ড করা হয়েছে। এই সার্বিক চিত্র প্রমাণ করে যে, কেবল সাইনেজ স্থাপন বা ঝুলিয়ে রাখা নয়, বরং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়নে নিয়মিত তদারকি, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

১. ভূমিকা

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। দেশের বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী উচ্চ জনসমাগমপূর্ণ স্থানে ধূমপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও, মাঠপর্যায়ে এর বাস্তব প্রয়োগ, নিয়মিত তদারকি ও সামাজিক আচরণগত অনুশীলনের নানা ঘাটতির কারণে ধূমপান, তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি এবং তামাকের বিজ্ঞাপন প্রায়শই দৃশ্যমান থাকে। এই প্রেক্ষাপটে, ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি (DAS) নিয়মিত মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণভিত্তিক রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লঙ্ঘন ও এসব অনিয়ম চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার এবং আইন বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২. উদ্দেশ্য

- নির্বাচিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্ত করা।
- নো-স্মোকি সাইনেজ, জরিমানার বার্তা, ধূমপান পর্যবেক্ষণ, তামাক বিক্রি/বিজ্ঞাপন ও এনফোর্সমেন্টের চিত্র তুলে ধরা।
- কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনদের জন্য ত্রৈমাসিক প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রস্তুত করা।

৩. পদ্ধতি

এই মনিটরিং সার্ভেটি পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুসংগঠিত ও নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

এই সার্ভেটি একটি কাঠামোবদ্ধ সরাসরি পর্যবেক্ষণভিত্তিক (Structured Observational Survey) পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচিত গণপরিবহন ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট স্থানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের দৃশ্যমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নথিবদ্ধ করা। সার্ভের আওতায় ঢাকা শহরের সিটি বাস, আন্তঃজেলা বাস, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) বাস, লঞ্চ এবং ফেরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বাস ও নৌ-টার্মিনাল এবং নদীবন্দরকেন্দ্রিক নির্বাচিত স্থানগুলোতেও পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। সার্ভের মাধ্যমে গণপরিবহনে ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার, ধূমপানমুক্ত পরিবেশ সংক্রান্ত সাইনেজের উপস্থিতি ও দৃশ্যমানতা, তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা বা ব্র্যান্ডিংসহ আইন বাস্তবায়নের দৃশ্যমান বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৩.১ পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

সার্ভেটি একটি চলমান পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে, যার মোট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩০০টি পর্যবেক্ষণ ইউনিট। নির্ধারিত পরিবহন ও স্থানভিত্তিক কাঠামোর আলোকে পর্যায়ক্রমে এসব পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিটি বাস, লঞ্চ বা ফেরিকে একটি পৃথক পর্যবেক্ষণ ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষিত পর্যবেক্ষক নির্ধারিত পরিবহন বা স্থানে সরাসরি উপস্থিত থেকে পূর্বনির্ধারিত পর্যবেক্ষণ সূচক অনুযায়ী দৃশ্যমান তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ Google Form/Observation Checklist ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিটি পর্যবেক্ষণের তথ্য একই কাঠামোতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত মতামত বা অনুমানের পরিবর্তে মাঠে সরাসরি দৃশ্যমান ও যাচাইযোগ্য পরিস্থিতিকে তথ্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে জুন-আগস্ট ২০২৬ সময়কালে সম্পন্ন হওয়া মোট ২৭টি পর্যবেক্ষণ ইউনিটের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ফলাফল শুধুমাত্র উক্ত সময়ে সংগৃহীত ২৭টি পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩০০টি পর্যবেক্ষণ ইউনিট হলো পুরো চলমান সার্ভের চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা; এটি কোনো একক ত্রৈমাসিকের নমুনা বা লক্ষ্যমাত্রা নয়। পরবর্তী ত্রৈমাসিকগুলোতে নতুন পর্যবেক্ষণ যুক্ত হতে থাকবে এবং প্রতিটি ত্রৈমাসিকে সেই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই পৃথক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে।

৩.২ তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করে পর্যায়ক্রমে তথ্যের পূর্ণতা, সামঞ্জস্য, পুনরাবৃত্তি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন যাচাই করা হয়েছে। একই ধরনের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অভিন্ন পর্যবেক্ষণ সূচক ও তথ্য সংগ্রহ কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন পরিবহন ও স্থানের তথ্য তুলনাযোগ্য থাকে। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সংখ্যা ও শতকরা হার নির্ণয়, পরিবহনভিত্তিক ও স্থানভিত্তিক তুলনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন টেবিল, চার্ট ও গ্রাফের মাধ্যমে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের বিশ্লেষণে শুধুমাত্র জুন-আগস্ট ২০২৬ সময়ে সংগৃহীত ২৭টি পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

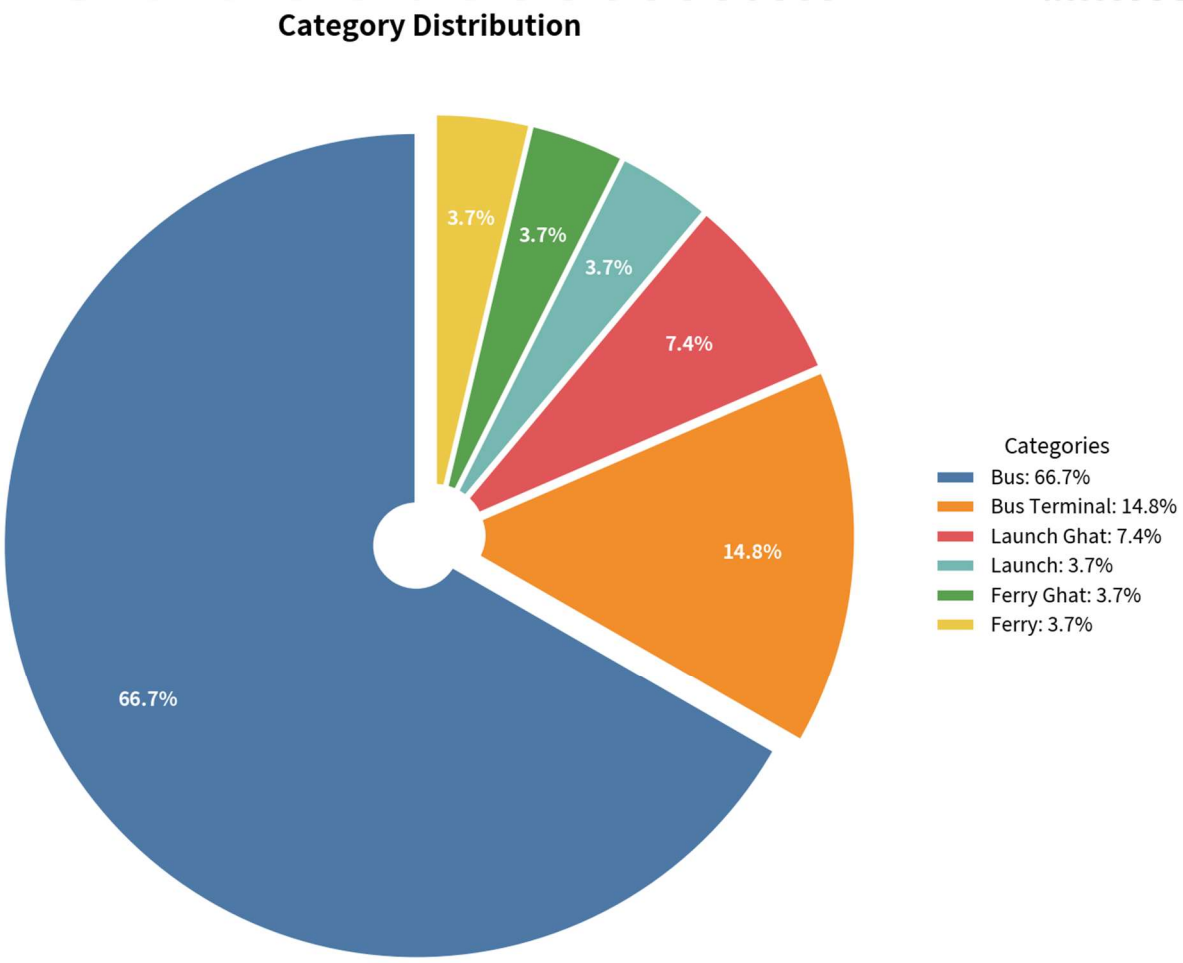
৪. জরিপের সামগ্রিক চিত্র ও পরিসংখ্যান

বর্তমান মনিটরিং সার্ভে প্রতিবেদনে মোট ২৭টি পর্যবেক্ষণ রেসপন্স বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের এই তথ্যগুলো বিভিন্ন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এবং টার্মিনাল বা ঘাটভিত্তিক ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ক্যাটাগরিভিত্তিক পর্যবেক্ষণের সংখ্যা ও শতকরা হার নিচে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

- **বাস:** বর্তমান জরিপের সর্বাধিক অংশ জুড়ে রয়েছে বাস পর্যবেক্ষণ। মোট ১৮টি বাসের পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যা সমগ্র স্যাম্পলের ৬৬.৭%। সিটি বাস ও আন্তঃজেলা বাসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই ক্যাটাগরিকে প্রধান ফোকাস করা হয়েছে।

- **বাস টার্মিনাল:** বাস টার্মিনাল কেন্দ্রিক মোট ৪টি পর্যবেক্ষণ পরিচালিত হয়েছে, যা মোট নমুনার ১৪.৮%। টার্মিনালগুলোর ভেতরের পরিবেশ, তামাকের প্রাপ্যতা এবং আইন প্রয়োগের চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে।
- **লঞ্চ ঘাট:** জলপথের অন্যতম জনবহুল স্থান হিসেবে লঞ্চঘাট এলাকায় মোট ২টি পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, যা মোট স্যাম্পলের ৭.৪%।
- **লঞ্চ, ফেরী ঘাট ও ফেরী:** নৌপরিবহন ব্যবস্থার বিভিন্ন মাধ্যম ও টার্মিনালের ওপর পৃথক পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে। এর মধ্যে লঞ্চ, ফেরী ঘাট এবং ফেরী, প্রতিটিতে ১টি করে মোট ৩টি পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করা হয়েছে, যার প্রতিটির হার ৩.৭% (সর্বমোট ১১.১%)।

ক্যাটাগরি	সংখ্যা	শতাংশ
বাস	১৮	৬৬.৭%
বাস টার্মিনাল	৪	১৪.৮%
লঞ্চ ঘাট	২	৭.৪%
লঞ্চ	১	৩.৭%
ফেরী ঘাট	১	৩.৭%
ফেরী	১	৩.৭%
মোট	২৭	১০০%

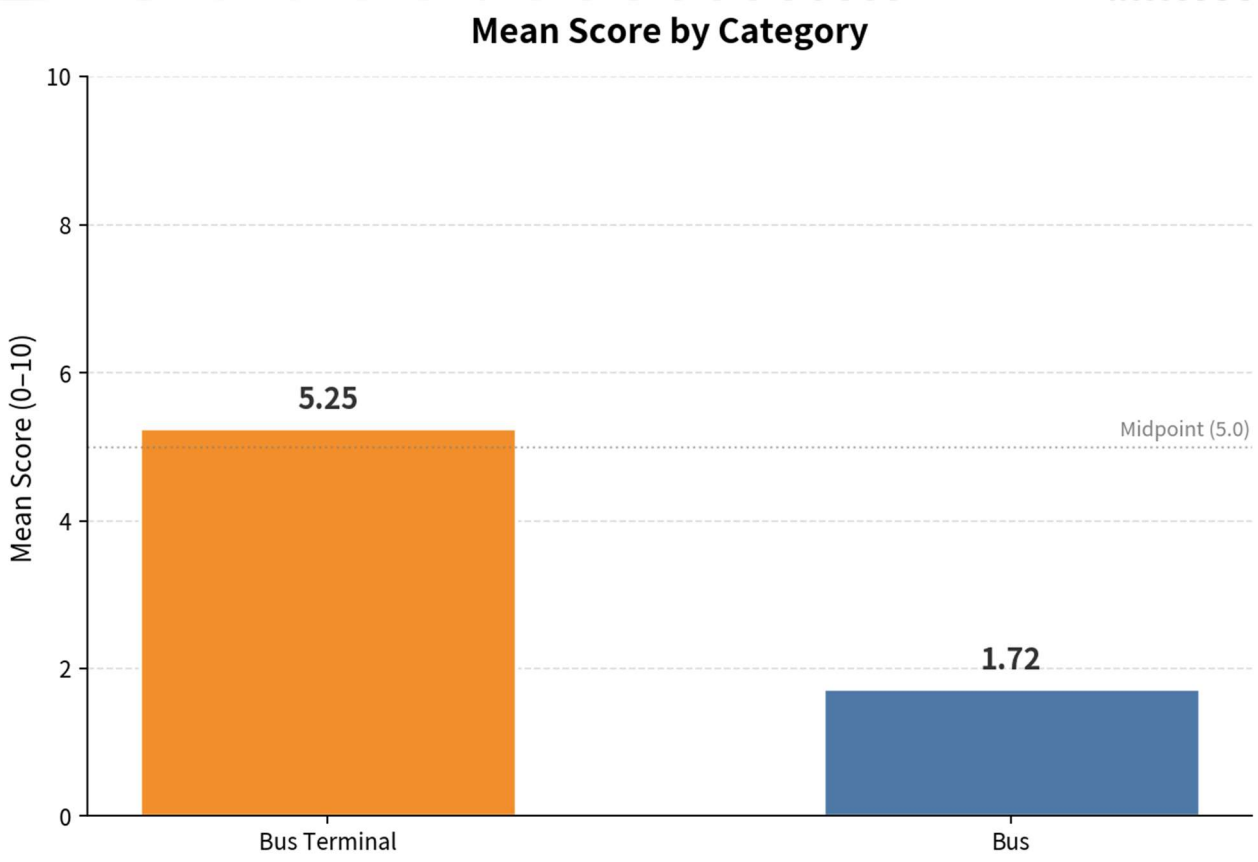


চিত্র ১: Category distribution (Pie chart)

৫. ক্যাটাগরি-ভিত্তিক ফলাফল

ক্যাটাগরি	গড় স্কোর (০-১০)
বাস টার্মিনাল	৫.২৫
বাস	১.৭২

উভয় ক্যাটাগরির তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাস টার্মিনালগুলোর সার্বিক কমপ্লায়েন্স স্কোর কিছুটা সন্তোষজনক (৫.২৫) হলেও, পাবলিক বাস বা গণপরিবহনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের চিত্র অত্যন্ত শোচনীয় (১.৭২)। বাস টার্মিনালগুলোতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সাইনেজ ও আনুষঙ্গিক কিছু ব্যবস্থা দৃশ্যমান থাকায় তাদের স্কোর মাঝারি অবস্থানে রয়েছে। পক্ষান্তরে, সিটি বাসগুলোতে সাইনেজের তীব্র অনুপস্থিতি, পরিবহন কর্মীদের ধূমপানে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা এবং তদারকি বা এনফোর্সমেন্টের চরম অভাবেই বাস ক্যাটাগরির স্কোর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। এই পরিসংখ্যানগত ব্যবধান প্রমাণ করে যে, টার্মিনালের তুলনায় চলমান গণপরিবহন বা বাসগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জরুরি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

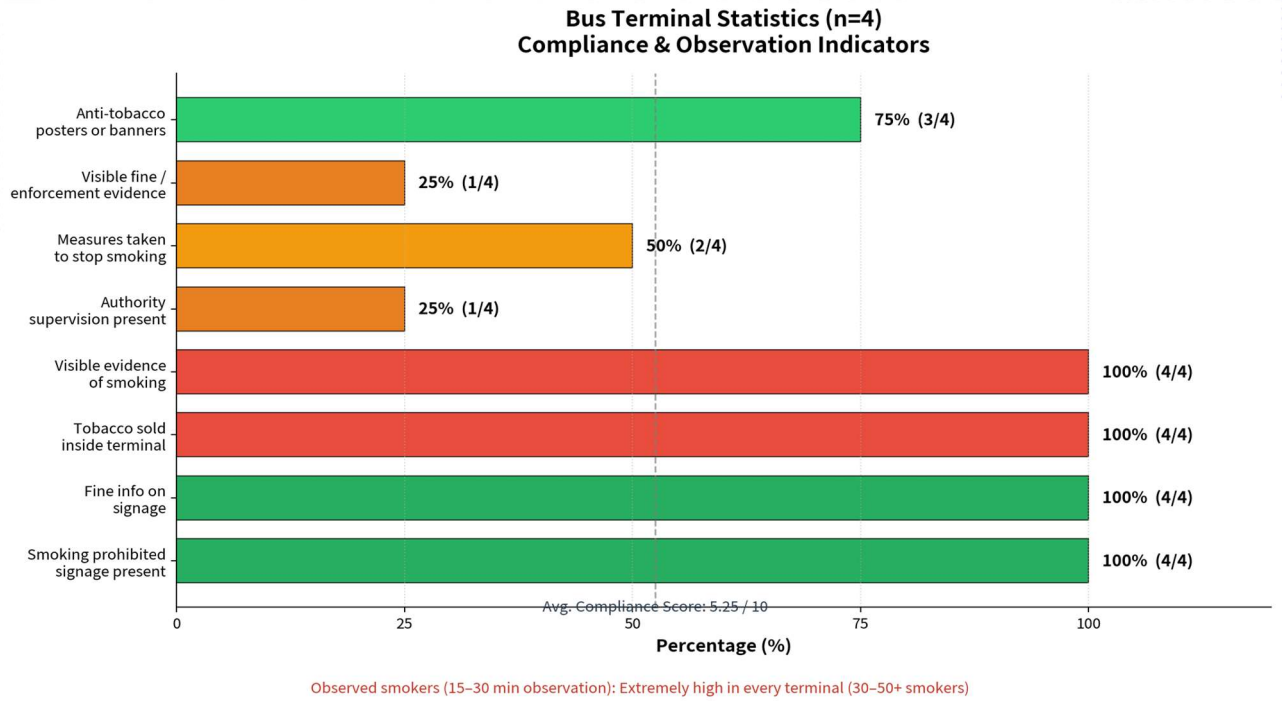


চিত্র ২: Bus Terminal vs Bus (Average compliance score)

৫.১ বাস টার্মিনাল

বাস টার্মিনালগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও বাস্তব চিত্র মূল্যায়নের জন্য ঢাকা শহরের অন্যতম প্রধান দুটি জনবহুল ট্রানজিট পয়েন্ট-মহাখালী এবং গাবতলী বাস টার্মিনালে মোট চারটি পৃথক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। সংগৃহীত মাঠপর্যায়ের উপাত্ত ও পরিসংখ্যান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কাগজে-কলমে বা দৃশ্যমানভাবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সাইনেজের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও, বাস্তবে আইন প্রয়োগ, প্রশাসনিক তদারকি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে এখনো বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে।

নিচে প্রতিটি টার্মিনালের স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ বিবরণী এবং সার্বিক চিত্র বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:



চিত্র ৩: Bus Terminal (Average compliance score)

মহাখালী বাস টার্মিনাল, ঢাকা, পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, টার্মিনাল এলাকায় মোট ৮৫টি সাইনেজের সবই সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান ছিল এবং প্রতিটিতে আইন অমান্য করলে জরিমানার সুনির্দিষ্ট তথ্য বা বার্তা উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে দৃশ্যমান সাইন থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণে অপেক্ষা স্থান, বাসের ভেতর ও টিকিট কাউন্টার এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন ধূমপায়ীকে ধূমপান করতে দেখা যায়। এছাড়া বাণিজ্যিক পরিবেশের ক্ষেত্রে ৫৬টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকানের মধ্যে প্রায় সবকটিতে অর্থাৎ ৫৫টিতেই উন্মুক্তভাবে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হচ্ছিল এবং ৬ জন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা সক্রিয় ছিল। যদিও চাক্ষুষভাবে কর্তৃপক্ষের নিয়মিত উপস্থিতি বা তদারকি লক্ষ করা যায়নি, তবুও সেসময় ধূমপান বন্ধে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং জরিমানা বা এনফোর্সমেন্টের কিছু প্রমাণ দৃশ্যমান ছিল, যার ফলশ্রুতিতে এই পর্যবেক্ষণের সার্বিক কমপ্লায়েন্স স্কোর সর্বোচ্চ ১০ / ১০ হিসেবে অর্জিত হয়েছে।

গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা, পর্যবেক্ষণে দেখা যায় টার্মিনালজুড়ে ব্যাপক সাইনেজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে, যার মধ্যে ২০০টিরও বেশি সাইনেজ এবং তার ভেতর ১০০ থেকে ১২০টি সাইন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। তবে সাইনেজের এই আধিক্য সত্ত্বেও প্রতিটি একক পর্যবেক্ষণ সময়ের মধ্যে ৫০ জনেরও বেশি ধূমপায়ীকে ধূমপান করতে দেখা যায়, যা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক চরম ব্যর্থতা নির্দেশ করে। এছাড়া টার্মিনালের বিশাল বাণিজ্যিক পরিধিতে ৩০০ থেকে ৩৫০টি মোট দোকানের মধ্যে ৯৫ থেকে ১০০টিরও অধিক দোকানে তামাকজাত পণ্য বিক্রি হতে দেখা যায়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই দুই পর্যবেক্ষণে ২৩ থেকে ২৫০ জনেরও বেশি সংখ্যক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা টার্মিনাল চত্বরে অবাধে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করে বেড়াচ্ছিল। এই গুরুতর অনিয়ম ও কাঠামোগত দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে এই ক্ষেত্রগুলোতে কমপ্লায়েন্স স্কোর মাঝারি অর্থাৎ ৫ / ১০ নির্ধারিত হয়েছে।

টেবিল-১: টার্মিনাল ড্যাশবোর্ড স্কোরকার্ড (রেটিংসহ)

সূচক	মহাখালী (n=১)	গাবতলী (n=৩)	স্ট্যাটাস (ব্যাখ্যা)
সাইনবোর্ড দৃশ্যমানতা	১০০%	৯৬%	গাবতলীতে সাইন অনেক, কিন্তু দৃশ্যমানতা ভিজিটভেদে কম
সাইনে জরিমানার তথ্য	আছে (১০০%)	আছে (১০০%)	সতর্কবার্তা আছে- কিন্তু আচরণ বদলাচ্ছে না
ধূমপায়ী (১৫-৩০ মিনিটে)	৩০ জন	৩৪-৫০+ জন	উভয় টার্মিনালেই উচ্চ মাত্রায় ধূমপান
প্রধান ধূমপান হটস্পট	বাসের ভেতরে, অপেক্ষা স্থান, টিকিট কাউন্টার	গেট/প্রবেশ-বাহির, অপেক্ষা স্থান, টিকিট কাউন্টার	ট্রানজিট/ভিড় এলাকায় ধূমপান বেশি
দোকানে তামাক বিক্রি (Shop-based)	৯৮.৩%	৯৮.১%	গাবতলীতে দোকানের ডেটা ভিজিটভেদে পরিবর্তনশীল
ভাসমান/মোবাইল বিক্রেতা	৬ জন	২৫০+ জন	গাবতলীতে ভাসমান বিক্রেতাই বড় সমস্যা
কর্তৃপক্ষ উপস্থিতি	না	কম	তদারকি ধারাবাহিক নয়
ধূমপান বন্ধে পদক্ষেপ	হ্যাঁ	না	পদক্ষেপ অনিয়মিত (বিশেষ করে গাবতলী)
জরিমানা/এনফোর্সমেন্ট প্রমাণ	আছে	নেই	গাবতলীতে দৃশ্যমান শাস্তি না থাকায় নিরুৎসাহিতকরণ দুর্বল
কমপ্লায়েন্স স্কোর (১০)	১০	৪	গাবতলীতে সামগ্রিক কমপ্লায়েন্স কম

টেবিল-২: হটস্পট ম্যাপিং (কোথায় ধূমপান বেশি)

হটস্পট/লোকেশন ক্যাটাগরি	মহাখালী	গাবতলী	নোট
অপেক্ষা স্থান	আছে	আছে	সর্বোচ্চ ভিড়-ধূমপান বেশি
বাসের ভেতরে	আছে	আছে	যাত্রীদের সরাসরি এক্সপোজার
টিকিট কাউন্টার	আছে	আছে	সারিবদ্ধ ভিড়ে ধূমপান ঘটে
প্রবেশ/বাহির গেট/পথ	সীমিত/উল্লেখ কম	খুব বেশি	গাবতলীতে ট্রানজিট পয়েন্ট প্রধান সমস্যা

সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: উপরোক্ত ২টি টার্মিনাল পর্যবেক্ষণের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাস টার্মিনালগুলোতে তামাক নিষিদ্ধকরণের সাইন বা সতর্কবার্তা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান বা ঝোলানো থাকলেও-বাস্তব ক্ষেত্রে

আইন প্রয়োগ, মনিটরিং ও প্রশাসনিক তদারকি অত্যন্ত দুর্বল। সাইনবোর্ড বা সতর্কবার্তা কেবল দৃশ্যমান থাকার পরও টার্মিনালগুলোর ভেতরে তামাকজাত দ্রব্যের অবাধ ও উন্মুক্ত বিক্রি এবং যাত্রীদের যত্রতত্র ধূমপানের প্রবণতা এখনো অত্যন্ত বেশি ও সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়েছে, যা রোধে জরুরি ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও নিয়মিত টহল নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫.২ বাস - ১৮ পর্যবেক্ষণ

সূচক	ফলাফল
মোট বাস	১৮
বাসের ধরন	সিটি বাস: ১৭ (৯৪.৪%); আন্তঃজেলা: ১ (৫.৬%)
ধূমপান নিষেধ সাইন আছে	হ্যাঁ: ১ (৫.৬%); না: ১৭ (৯৪.৪%)
সাইনে জরিমানার তথ্য আছে	না: ১৮ (১০০%)
যাত্রাপথে ধূমপান দেখা গেছে	হ্যাঁ: ৩ (১৬.৭%); না: ১৫ (৮৩.৩%)
কে ধূমপান করেছে (যেখানে দেখা গেছে)	চালক: ২; সহকারী/হেল্পার: ১; কেউ না: ১৫
যাত্রীর প্রতিবাদ/প্রতিক্রিয়া	না: ১৮ (১০০%)
মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে	না: ১৮ (১০০%)
চালক/সহকারীর কাছে তামাক দৃশ্যমান	হ্যাঁ: ২ (১১.১%); না: ১৫ (৮৩.৩%); অনুপস্থিত: ১
কমপ্লায়েন্স স্কোর বণ্টন	স্কোর ১: ১৩ বাস; স্কোর ২: ৪ বাস; স্কোর ১০: ১ বাস
গড় কমপ্লায়েন্স স্কোর	১.৭২ / ১০

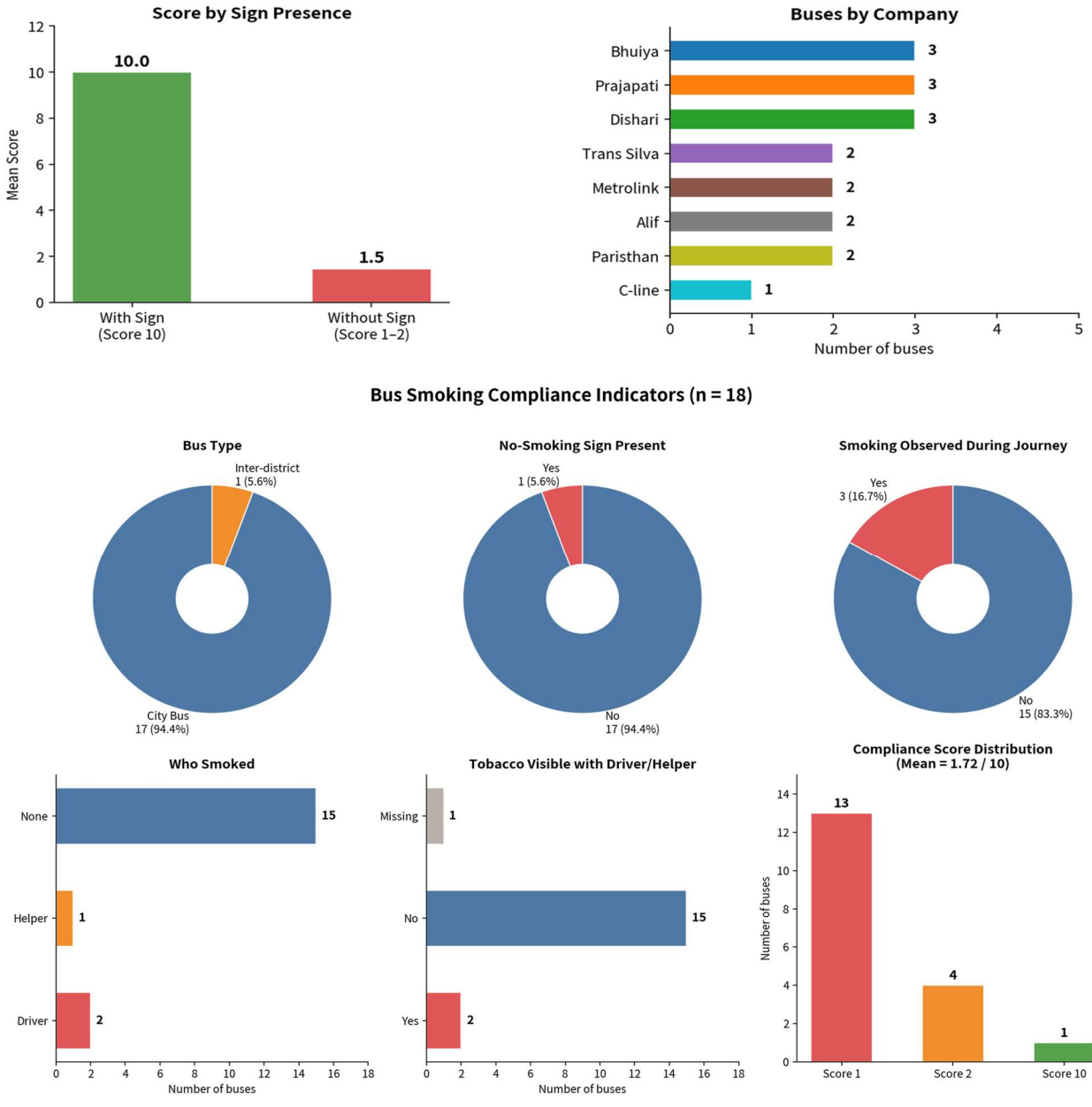
বাসসমূহের অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র অত্যন্ত নাজুক ও উদ্বেজনক। মোট ১৮টি বাসের ওপর পরিচালিত এই পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে এর মধ্যে ১৭টি বাস-ই ছিল সিটি বাস এবং মাত্র ১টি ছিল আন্তঃজেলা বাস। বাসের ভেতরে তামাকমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘাটতি হলো সচেতনতামূলক সাইনেজের অনুপস্থিতি; সংগৃহীত উপাত্ত অনুযায়ী, প্রায় ৯৪.৪% বা অর্থাৎ ১৭টি সিটি বাসে কোনো ধরনের 'No-smoking' সাইন বা ধূমপান নিষিদ্ধের সাইনেজ ছিল না। এছাড়া শতভাগ বাসের সাইনেজে কোনো ধরনের জরিমানার সুনির্দিষ্ট তথ্য বা বার্তা উল্লেখ ছিল না।

যাত্রাকালে তামাক ব্যবহারের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৬.৭% বাসে অর্থাৎ ৩টি বাস চলাকালীন সময় ধূমপান হতে দেখা গেছে। এর মধ্যে ২ জন চালক এবং ১ জন সহকারী বা হেল্পার নিজে ধূমপানে জড়িত ছিলেন। এছাড়া ১১.১% বাসে চালক বা হেল্পারের কাছে দৃশ্যমান তামাকজাত দ্রব্য পাওয়া গেছে। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হলো, বাসের ভেতরে প্রকাশ্যে এ ধরনের আইন লঙ্ঘন হতে দেখা গেলেও যাত্রীদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি এবং আইনের লংঘন রোধে কোনো মোবাইল কোর্টও পরিচালিত হতে দেখা যায়নি।

কমপ্লায়েন্স স্কোরের দিক থেকেও বাস ক্যাটাগরির অবস্থা সবচেয়ে দুর্বল, যার গড় স্কোর মাত্র ১.৭২/১০। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ১৩টি বাসের কমপ্লায়েন্স স্কোর ছিল ১, ৪টি বাসের স্কোর ছিল ২ এবং মাত্র ১টি আন্তঃজেলা বাসে সাইনেজ থাকায় সেটির স্কোর ১০ অর্জিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, সিটি বাসগুলোতে প্রয়োজনীয় সাইনেজের অভাব এবং পরিবহন কর্মীদের নিজেদেরই আইন অমান্য করার প্রবণতা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে জোরালোভাবে তুলে ধরে।

Bus Smoking Compliance Indicators (n=18)

চিত্র ৪ ও ৫: Bus Smoking (Average compliance Indicator)



বাসসমূহের বিস্তারিত তালিকা:

বাস নম্বর	কোম্পানি	ধরন	সাইন	ধূমপানকারী	কে ধূমপান করেছে	স্কোর
C-line	C-line Transport ltd.	আন্তঃজেলা	হ্যাঁ	না	সহকারী/হেল্পার	১০
ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৮৫১০	ভূইয়া পরিবহন	সিটি বাস	না	০১	চালক	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১৩-০৫০৭	প্রজাপতি পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	২
ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-০১০৭	প্রজাপতি পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	২
ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৪০৬৫	ট্রান্সসিলভা পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	২
ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৩৯৭৫	ট্রান্স সিলভা পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১৩-০২০৬	মেট্রোলিংক পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৯৮২৬	মেট্রো লিংক	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো ব-১৩-০৫২৭	প্রজাপতি পরিবহন	সিটি বাস	না	০১	চালক	১
ঢাকা মেট্রো ব-১৩-০৮৪৯	আলিফ পরিবহন লিঃ	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো ব-১২-১২৩৭	আলিফ পরিবহন লিঃ	সিটি বাস	না	০০	—	২
ঢাকা মেট্রো ব-১১-৮৫২৭	ভূঁইয়া পরিবহন লিঃ	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো ব-১৩-০৯৭৯	ভূঁইয়া পরিবহন লিঃ	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১৩-১৮৬৬	পরিস্থান পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৭৬২৬	পরিস্থান পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৯৫৪৯	দিশারী পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১১৮৩৮৬	দিশারী পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	১
ঢাকা মেট্রো-ব-১৩-০০৪৪	দিশারী পরিবহন	সিটি বাস	না	০০	—	১

৫.৩ লঞ্চ ঘাট - দুটি পর্যবেক্ষণ

নৌপথের অন্যতম প্রধান জনসমাগমস্থল লঞ্চঘাটগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য সদরঘাট ও আরিচা ঘাটে মোট দুটি পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ও মাঠপর্যায়ের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, লঞ্চঘাটগুলোতে ধূমপান নিষিদ্ধের সাইনেজ বা সতর্কবার্তা উপস্থিত থাকলেও তামাকজাত দ্রব্যের অবাধ বিক্রি, বিজ্ঞাপন এবং ধূমপান অব্যাহত রয়েছে।

ক্রমিক	ঘাটের নাম	দোকানের বিবরণ	দোকানের ধরন	তামাক বিক্রি করে এমন দোকান	সিগারেটের বাটস	তামাকের বিজ্ঞাপন	বিজ্ঞাপনের ধরন	ধূমপান নিষেধ সাইন	সাইন থাকা সত্ত্বেও ধূমপান	কমপ্লায়েন্স স্কোর
১	সদরঘাট	টার্মিনালের অভ্যন্তরে হকার ২০০–৩০০++; স্থায়ী দোকান নেই; প্রবেশ দ্বারে অনেক দোকান	অস্থায়ী	সব দোকানেই	হ্যাঁ	হ্যাঁ	শোকেজ, সাইন বোর্ড, স্টিকার, অন্যান্য	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৫
২	আরিচা	দোকান ঘাট এলাকায় ৮ টি	স্থায়ী, অস্থায়ী, হকার	৫ টি দোকানে বিক্রয় হয়	হ্যাঁ	হ্যাঁ	শোকেজ, বিলবোর্ড, স্টিকার, পোস্টার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৭

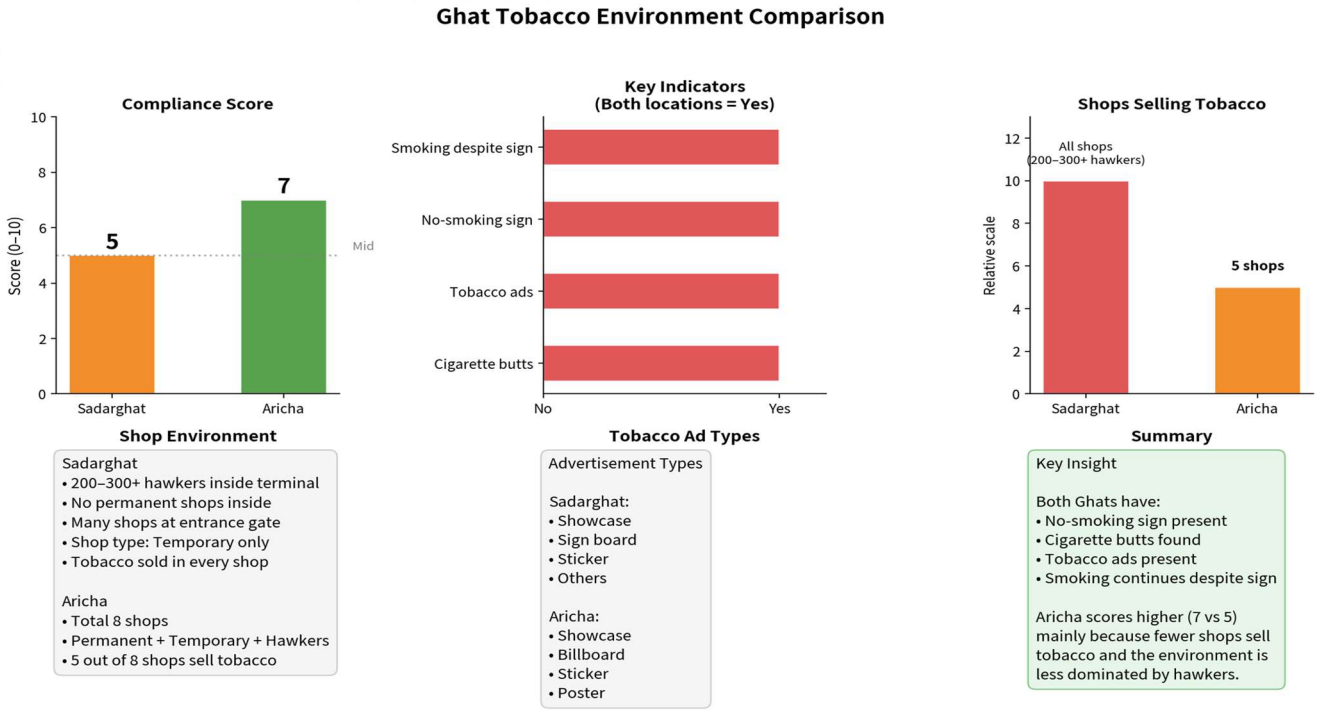
নিচে লঞ্চঘাটসমূহের বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

পর্যবেক্ষণ ১ (সদরঘাট, ঢাকা): পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, টার্মিনালের অভ্যন্তরে কোনো স্থায়ী দোকান নেই এবং ২০০ থেকে ৩০০ জনেরও বেশি হকার ও প্রবেশদ্বারে অনেক অস্থায়ী দোকান রয়েছে। এখানকার সব দোকানেই (১০০%) তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হচ্ছিল। ঘাটে সিগারেটের বাট এবং শোকেজ, সাইন বোর্ড, স্টিকার ও অন্যান্য মাধ্যমের তামাকজাত বিজ্ঞাপন দৃশ্যমান ছিল। ধূমপান নিষিদ্ধ সাইন থাকা সত্ত্বেও সেখানে ধূমপান অব্যাহত ছিল এবং এই পর্যবেক্ষণের কমপ্লায়েন্স স্কোর ছিল ৫ / ১০।

পর্যবেক্ষণ ২ (আরিচা ঘাট, মানিকগঞ্জ): পর্যবেক্ষণে মোট ৮টি দোকান পাওয়া যায়, যার মধ্যে স্থায়ী, অস্থায়ী ও হকার-সব ধরনের বিক্রেতাই ছিল। এই ৮টি দোকানের মধ্যে ৫টি দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হচ্ছিল। এখানেও সিগারেটের বাট, শোকেজ, বিলবোর্ড, স্টিকার ও পোস্টারের মাধ্যমে তামাকের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। ধূমপান নিষিদ্ধ সাইন থাকা সত্ত্বেও বিধি লঙ্ঘন করে ধূমপান করা হচ্ছিল এবং এই ঘাটের কমপ্লায়েন্স স্কোর ছিল তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো-৭ / ১০।

উভয় লঞ্চঘাটেই (১০০%) ধূমপান নিষিদ্ধ সাইনেজ উপস্থিত ছিল। উভয় স্থানেই পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি হিসেবে সিগারেটের বাট এবং তামাকের বিজ্ঞাপন ও তামাক বিক্রি দেখা গিয়েছে। সাইনেজ ও নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও উভয় ঘাটেই আইন

অমান্য করে ধূমপান করার ঘটনা দেখা গিয়েছে। হকারদের অতিরিক্ত আধিক্য এবং সব দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির কারণে সদরঘাটের কমপ্লায়েন্স স্কোর (৫) যা আরিচা ঘাটের (৭) তুলনায় কিছুটা কম ও দুর্বল পরিলক্ষিত হয়েছে।



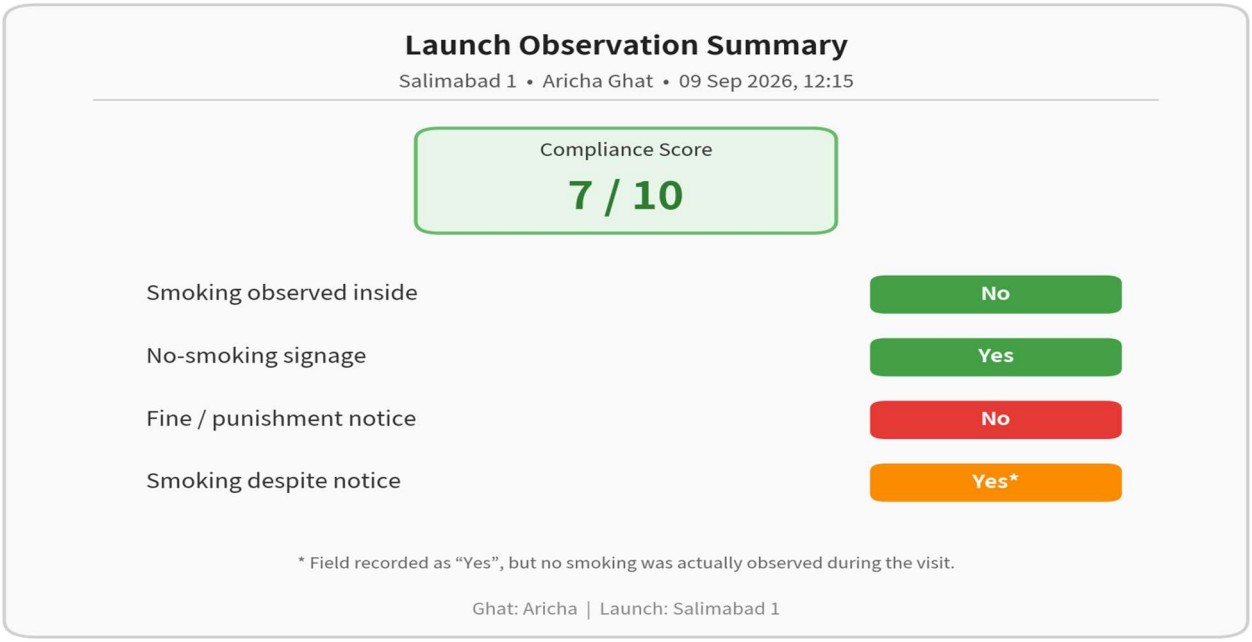
চিত্র ৬: লঞ্চঘাটসমূহের বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক চিত্র

৫.৪ লঞ্চ - পর্যবেক্ষণ

ক্ষেত্র	মান
তারিখ	২০২৬-০৯-০৯
সময়	১২:১৫
ঘাট	আরিচা
লঞ্চের নাম	সলিমিবাদ ১
ভিতরে ধূমপান দেখা গেছে	না
ধূমপান নিষেধ সাইনেজ আছে	হ্যাঁ
জরিমানা/শাস্তির নোটিশ আছে	না
নোটিশ থাকা সত্ত্বেও ধূমপান	হ্যাঁ (ফিল্ডে উল্লেখ; তবে পর্যবেক্ষণে ধূমপান দেখা যায়নি)
কমপ্লায়েন্স স্কোর	৭

সলিমিবাদ ১ লঞ্চের অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সেখানে ধূমপান নিষিদ্ধের সাইনেজ বা লোগো উপস্থিত থাকায় এবং সরাসরি কোনো ধূমপায়ী দৃশ্যমান না হওয়ায় এর কমপ্লায়েন্স স্কোর তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক (৭/১০) ছিল।

জরিমানা বা শাস্তির বিধান সংবলিত কোনো সতর্কবার্তা বা নোটিশের অনুপস্থিতি থাকার কারণে এবং দৃশ্যমান সাইনেজ থাকলেও কাঠামোগত তদারকি ও আইনি বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কিছু ঘাটতি থাকায় কমপ্লাইন্স কম হয়েছে।



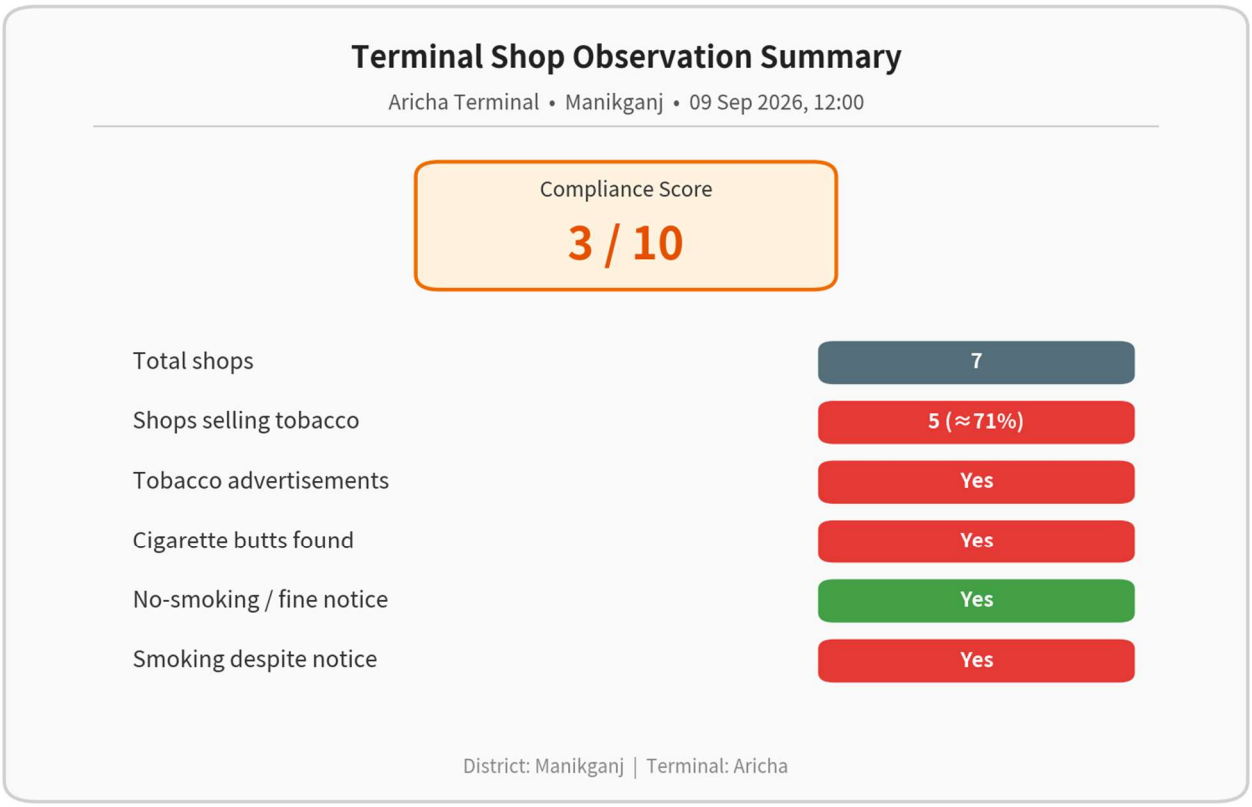
চিত্র ৭: লঞ্চের অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের চিত্র

৫.৫ ফেরী ঘাট – পর্যবেক্ষণ

ক্ষেত্র	মান
তারিখ/সময়	২০২৬-০৯-০৯; ১২:০০
জেলা/টার্মিনাল	মানিকগঞ্জ; আরিচা
মোট দোকান	৭
তামাক বিক্রি করে এমন দোকান	৫ (≈৭১%)
তামাকের বিজ্ঞাপন	হ্যাঁ (সাইন বোর্ড, স্টিকার, পোস্টার)
সিগারেটের টুকরো (বাটস) দেখা গেছে	হ্যাঁ
ধূমপান নিষেধ/জরিমানার নোটিশ	হ্যাঁ
নোটিশ থাকা সত্ত্বেও ধূমপান	হ্যাঁ
কমপ্লায়েন্স স্কোর	৩

আরিচা ফেরী ঘাটের এই পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সেখানে ধূমপান নিষিদ্ধের সাইন ও নোটিশ উপস্থিত থাকলেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র অত্যন্ত দুর্বল (কমপ্লায়েন্স স্কোর মাত্র ৩/১০)। ঘাটের অধিকাংশ দোকানেই (৭১%) তামাকজাত পণ্য বিক্রি হচ্ছিল এবং সাইনবোর্ড-স্টিকারের মাধ্যমে তামাকের বিজ্ঞাপন অবাধে প্রদর্শিত হচ্ছিল। এছাড়া

যত্রতত্র সিগারেটের বাট ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ধূমপানের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, কেবল সাইন বা নোটিশ টাঙিয়ে রাখলেই আইন কার্যকর হয় না; এর জন্য নিয়মিত তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি।

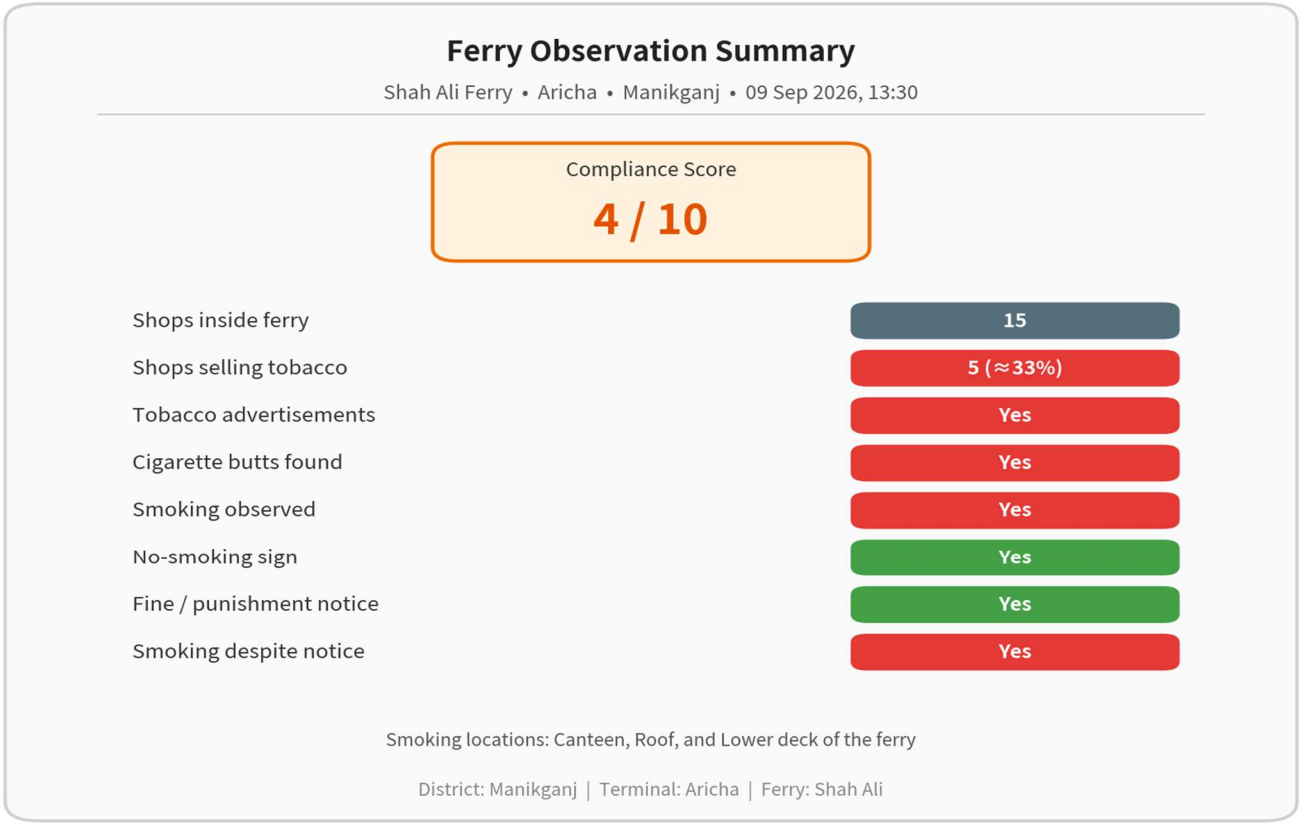


চিত্র ৮: ফেরী ঘাট অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের চিত্র

৫.৬ ফেরী – পর্যবেক্ষণ

ক্ষেত্র	মান
তারিখ/সময়	২০২৬-০৯-০৯; ১৩:৩০
জেলা/টার্মিনাল	মানিকগঞ্জ; আরিচা
ফেরীর নাম	শাহ আলী
ফেরীর ভিতরে দোকানের সংখ্যা	১৫
তামাক বিক্রি করে এমন দোকান	৫ (≈৩৩%)
তামাকের বিজ্ঞাপন	হ্যাঁ (সাইন বোর্ড, স্টিকার, অন্যান্য)
সিগারেটের টুকরো (বাটস) দেখা গেছে	হ্যাঁ
ধূমপান দেখা গেছে	হ্যাঁ
ধূমপানের স্থান	ফেরীর ক্যান্টিনে, ফেরীর ছাদে, ফেরীর নিচ তলায়
ধূমপান নিষেধ সাইন আছে	হ্যাঁ

জরিমানা/শাস্তির নোটিশ আছে	হ্যাঁ
নোটিশ থাকা সত্ত্বেও ধূমপান	হ্যাঁ
কমপ্লায়েন্স স্কোর	৪



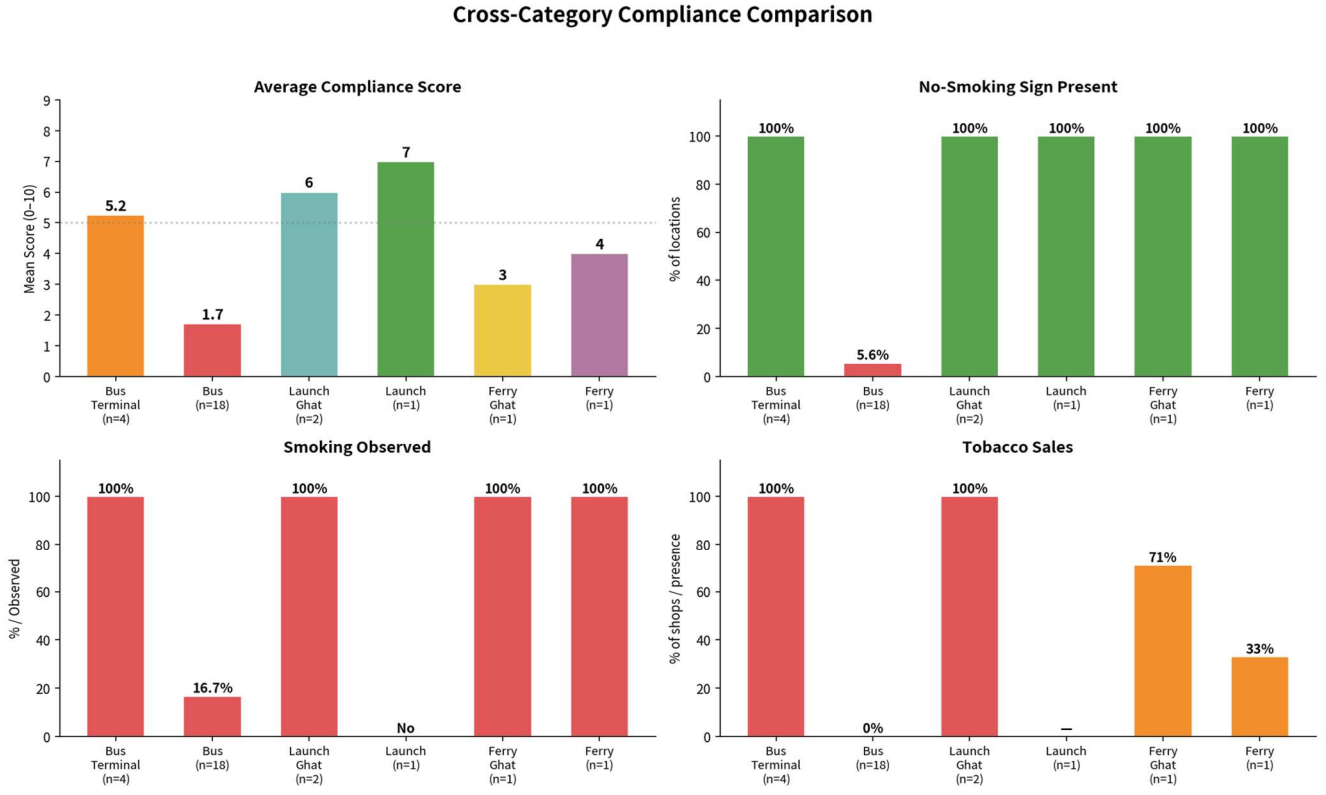
চিত্র ৯: ফেরীর অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের চিত্র

‘শাহ আলী’ ফেরীর অভ্যন্তরীণ এই পর্যবেক্ষণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক অসঙ্গতি ও বাস্তব ঘাটতি রয়েছে। ফেরীটির ভেতরে আইনগত বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ধূমপান নিষিদ্ধের সাইনেজ এবং জরিমানা বা শাস্তির বিধান সংবলিত নোটিশ উভয়ই দৃশ্যমান থাকা সত্ত্বেও আইন মানার হার অত্যন্ত নিম্নমুখী, যার কমপ্লায়েন্স স্কোর মাত্র ৪/১০।

ফেরীর অভ্যন্তরে ১৫টি দোকানের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ৫টি দোকানে অবাধে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হচ্ছিল এবং সাইনবোর্ড ও স্টিকারের মাধ্যমে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হচ্ছিল। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও যাত্রীরা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা পুরোপুরি উপেক্ষা করে ফেরীর ক্যান্টিন, ছাদ এবং নিচ তলার মতো জনবহুল ও বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে ধূমপান চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যার প্রমাণ হিসেবে যত্রতত্র সিগারেটের বাট ও স্বচক্ষে ধূমপান দেখার বিষয়টি নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলে বোঝা যাচ্ছে, জলযানগুলোতে কেবল সতর্কতামূলক সাইন বা নোটিশ টাঙিয়ে দিলেই আইন কার্যকর করা সম্ভব হবে না; বরং নৌপরিবহন চলাকালীন সময়ে ফেরীর কর্মী বা কতৃপক্ষের মাধ্যমে কড়া তদারকি এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা জরিমানা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

৬. তুলনামূলক সারাংশ

সূচক	বাস টার্মিনাল (n=২)	বাস (n=১৮)	লঞ্চ ঘাট (n=২)	লঞ্চ (n=১)	ফেরী ঘাট (n=১)	ফেরী (n=১)
ধূমপান নিষেধ সাইন আছে	১০০%	৫.৬%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
সাইনে জরিমানার তথ্য আছে	১০০%	০%	—	০%	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ধূমপান দেখা গেছে	১০০% (উচ্চ মাত্রায়)	১৬.৭%	হ্যাঁ (সাইন থাকা সত্ত্বেও)	না	হ্যাঁ (সাইন থাকা সত্ত্বেও)	হ্যাঁ
তামাক বিক্রি	১০০%	০%	১০০%	—	দোকানের ৭১%	দোকানের ৩৩%
তামাকের বিজ্ঞাপন	—	—	১০০%	—	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা	৫০%	৫.৬%	—	—	—	—
যাত্রীর প্রতিবাদ	—	০%	—	প্রযোজ্য নয়	—	—
গড় কমপ্লায়েন্স স্কোর	৫.২৫	১.৭২	৬.০	৭	৩	৪



Launch (n=1) had no smoking observed and the highest score (7). Bus category shows the weakest compliance overall.

চিত্র ১০: তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের চিত্র

- বাস ক্যাটাগরি ব্যতিরেকে (৫.৬%) বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট, লঞ্চ, ফেরীঘাট এবং ফেরীতে ধূমপান নিষিদ্ধ সাইনেজের উপস্থিতি প্রায় শতভাগ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে সাইনেজ থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিটি স্থানেই আইন অমান্য করে ধূমপান অব্যাহত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

- বাস টার্মিনাল এবং লঞ্চঘাটে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির হার শতভাগ রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া ফেরীঘাটে ৭১% এবং ফেরীতে ৩৩% দোকানে তামাক বিক্রি হতে দেখা গেছে। লঞ্চঘাট, ফেরীঘাট ও ফেরীতে তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন বা প্রচারণাও উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান।

- বাস পরিবহনে মোবাইল কোর্ট বা যাত্রী প্রতিবাদের হার শূন্য শতাংশ এবং বাস টার্মিনালে কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপের হার মাত্র ৫০%, যা সামগ্রিক জনসচেতনতা ও প্রশাসনিক তদারকির দুর্বল দিক স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

- প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী জলপথের কিছু জলযান বা ঘাটে (যেমন লঞ্চে ৭ এবং লঞ্চঘাটে ৬.০) কমপ্লায়েন্স স্কোর কিছুটা সন্তোষজনক হলেও, সিটি বাসগুলোতে (১.৭২) এবং ফেরীঘাটে (৩) তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, যা সার্বিক জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট ও কঠোর হস্তক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

৭. সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ

মাঠপর্যায়ের সংগৃহীত উপাত্ত ও সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৫টি প্রধান সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ চিহ্নিত করা হয়েছে:

১. টার্মিনাল, ঘাট ও ফেরিতে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ সাইন বা 'নো-স্মোকিং' সাইনেজ প্রায় ১০০% উপস্থিত থাকলেও বাস্তবে সেখানে ধূমপান অব্যাহত রয়েছে। পক্ষান্তরে, বাসের ভেতরে এই ধরনের সাইনেজ প্রায় অনুপস্থিত, যেখানে ৯৪.৪% সিটি বাসেই কোনো সাইনেজ পাওয়া যায়নি।

২. বাস টার্মিনালগুলোতে আইন অমান্যের চিত্র অত্যন্ত ব্যাপক; প্রতিটি টার্মিনালে ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের পর্যবেক্ষণে ৩০ থেকে ৫০ জনের অধিক ধূমপায়ী দেখা গেছে এবং শতভাগ টার্মিনালের ক্ষেত্রেই তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির উপস্থিতি দেখা গিয়েছে।

৩. বাস টার্মিনাল এবং নৌপথের বিভিন্ন ট্রানজিট বা জলপথ কেন্দ্রগুলোতে তামাকজাত পণ্যের উন্মুক্ত বিক্রি এবং শোকেজ, বিলবোর্ড, স্টিকার ও পোস্টারের মাধ্যমে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

৪. বাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার হার এবং যাত্রীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের হার উভয়ই শূন্য শতাংশ (০%)। একইভাবে, বাস টার্মিনালগুলোতেও দৃশ্যমান এনফোর্সমেন্ট বা আইন প্রয়োগের প্রমাণ অত্যন্ত সীমিত।

৫. সামগ্রিক মূল্যায়নে সিটি বাসগুলো (mean 1.72/10) সবচেয়ে দুর্বল কমপ্লায়েন্স প্রদর্শন করেছে। এর বিপরীতে তুলনামূলকভাবে ভালো বা সন্তোষজনক স্কোর অর্জিত হয়েছে একটি আন্তঃজেলা বাস (Score 10) এবং একটি লঞ্চের (Score 7) ক্ষেত্রে।

৮. সুপারিশসমূহ

১. প্রতিটি বাসে (বিশেষত সিটি বাস) দৃশ্যমান স্থানে No-smoking সাইন ও জরিমানার তথ্য প্রদর্শন নিশ্চিত করা।

২. টার্মিনালে নিয়মিত টিকিট কাউন্টার, অপেক্ষমাণ স্থান, প্রবেশ ও বাহির পথ এলাকায় নিয়মিত টহল ও স্পট-চেক এবং আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য টার্মিনাল ও ঘাট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ে টার্মিনাল ও ঘাট এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আচরণ পরিবর্তন বার্তা ও অ্যান্টি-টোবাকো পোস্টার/ব্যানার বৃদ্ধি করা ও নোটিশ প্রদান করা।

৫. চালক, হেল্পার ও স্টাফদের জন্য সংক্ষিপ্ত ওরিয়েন্টেশন- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার না করা ও যাত্রীদের ধূমপান নিরুৎসাহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা।

৯. উপসংহার

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (জুন-আগস্ট ২০২৬) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রস্তুত এই পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের "স্মোক-ফ্রি" বা ধূমপানমুক্ত বিধান বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে সিটি বাসে প্রয়োজনীয় সাইনেজের অনুপস্থিতি, টার্মিনালগুলোতে উচ্চ মাত্রায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের অবাধ বিক্রি ও বিজ্ঞাপন, এবং সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগ বা এনফোর্সমেন্টের দুর্বল চিত্র এই প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তবে নিয়মিত মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, সুনির্দিষ্ট এনফোর্সমেন্ট বা আইন প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে এই খাতগুলোতে কমপ্লায়েন্স বা আইন মানার হার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা সম্ভব।



House # 13/A-2-A, Block-B, Babor Road, Mohammadpur, Dhaka, Bangladesh
Email: tobaccofreetransport@gmail.com